তারিখ 23 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম 2

প্রথম আলো

দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কার্যালয়ে তালা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ও
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

- শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি শিক্ষকদের
- কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি চান ছাত্রলীগের সাবেক নেতা-কর্মীরা

দুই মাসের ছুটি শেষ হওয়ার এক দিন আগে গতকাল সোমবার কাজে যোগ দিয়েছেন সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিনুল হক ভূইয়া। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আগে থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষকেরা গতকাল তাঁর কার্যালয় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তালা দিয়ে রাখেন।

আর কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়সহ বেশ কয়েকটি কার্যালয়ে গতকাল তালা লাগিয়ে দিয়েছেন চাকরিপ্রত্যাশী ছাত্রলীগের সাবেক নেতা-কর্মীরা।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়: বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্র জানায়, গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপাচার্য কাজে যোগ দেন। সকাল নয়টার দিকে 'উপাচার্যের অপসারণের' দাবিতে আন্দোলনরত সরকার-সমর্থক শিক্ষকদের একাংশ 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ'-এর অন্তত ৪০ জন শিক্ষক উপাচার্যের কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে তালা দিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন শুরু করেন। এতে উপাচার্য তাঁর কার্যালয়ে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। বিকেল চারটার দিকে এ অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের অন্যতম নেতা ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, উপাচার্য অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন অফিস সময়সূচি অনুযায়ী উপাচার্যের কার্যালয়ে অবরোধ কর্মসূচি চলবে।

শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের বসার কক্ষ কে কতটি পাবে, তা নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান ও পুর এবং পরিবেশ প্রকৌশল (সিইই) বিভাগের শিক্ষকের দ্বন্দ্ব ছিল। পরে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকের পক্ষে পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও পরিবেশ (জিইই) বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এ বিষয়ে কথা বলতে গত ১২ এপ্রিল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যান। এ সময় উপাচার্যের স্ত্রীর অসুস্থতার খবর এলে তিনি তাঁদের বেশি সময় দিতে চাননি। এ নিয়ে একজন শিক্ষক উত্তেজিত হয়ে ও উচ্চ স্বরে কথা বলতে শুরু করেন। তখন উপাচার্য সবাইকে সংযত আচরণ করতে বলেন। বিষয়টিকে শিক্ষকদের 'অপমান' হিসেবে অভিহিত করে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে নামেন সরকার-সমর্থক শিক্ষকদের একাংশ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উপাচার্য দুই মাসের ছুটিতে যান। কাল ২৪ জুন তাঁর কাজে যোগদানের কথা ছিল।

উপাচার্য গতকাল প্রক্টর হিসেবে বন ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীকে নিয়োগ দেন। সহকারী প্রক্টর হিসেবে লোকপ্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সামিউল ইসলাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক জাহিদ হাসান ও গণিত বিভাগের প্রভাষক ওমর ফারুককে নিয়োগ দিয়েছেন।

যোগাযোগ করা হলে উপাচার্য মো. আমিনুল হক ভূইয়া তাঁর স্বপদে যোগদান ও নতুন নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি তৌফিকুর রহমান, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান, সাবেক সদস্য আশিকুর রহমানসহ ১২ থেকে ১৫ জন ব্যক্তি উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকারের কার্যালয়ে গিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেন। তাঁরা প্রশাসন ভবনের আরও কিছু কক্ষে তালা দেন।

ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য চাকরিপ্রত্যাশী আশিকুর রহমান অভিযোগ করেন, 'বিভিন্ন বিভাগে জামায়াত ও বিএনপিপন্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও ছাত্রলীগের ত্যাগী ও মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে।' আশিকুর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাকরির বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা না আসা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ করতে দেওয়া হবে না।

উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার বলেন, 'এ ধরনের আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।' তিনি জানান, বর্তমানে নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।